পৃষ্ঠা ... 02 ... কলাম ...

শিক্ষা খাতে দুর্নীতির অবসান চাই

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় জীবনের উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা শব্দটি ব্যাপকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে নতুন প্রজন্মকে আদর্শ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক হিসেবে প্রস্তুত করে তুলতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। যদিও বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত ফলদায়ক। বিনামূল্যে বই প্রদান, স্বল্পসময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ।

কিন্তু তারপরেও শিক্ষাখাতে দুর্নীতির ভূত বারবার গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, প্রশ্নফাঁস প্রভৃতি শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কলঙ্কময় ঘটনা। শিক্ষানীতির খণ্ডিত বাস্তবায়ন ও শিক্ষা-আইন প্রণয়নে অস্বাভাবিক ধীরগতি সেই ঘটনাগুলোকেই বারবার উস্কে দেয়। এই ঘটনাগুলোর সাথে অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও সম্পৃক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। শিক্ষা খাতে দুর্নীতি, জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার অপচেষ্টার শামিল। এই অসাধু কর্মকর্তা- কর্মচারীদের চিহ্নিত করে এদের এহেন অপচেষ্টা ও অপতৎপরতাকে ঠেকাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও অধিদপ্তরের তরফ থেকে কঠোর আইনী ব্যবস্থা বাস্তবায়নে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ দরকার।

শিক্ষকদের বেতন বৈশম্য সমাধা করতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকাররেই প্রধান ভূমিকা পালন করা দরকার। প্রশ্নফাঁসের মতো কলঙ্কময় অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। যেকোন উপায়েই হোক, এই খাতে সবরকম জঞ্জাল, দুর্নীতি, জালিয়াতি, স্বজনপ্রীতি দূর করে সবার সাধ্যের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তারপরই হয়তো আমরা এক সুন্দর ও স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারি যেখানে শিক্ষিত সমাজ তাদের অগ্রণী ভূমিকায় দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরও সামনের দিকে, সমৃদ্ধ করবে জাতির ভাবমূর্তি, গড়ে তুলবে এক স্বপ্নের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাই শিক্ষা খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে দুর্নীতি মুক্তকরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের জরুরি নজরদারি কামনা করছি।

জাহিদ হাসান
শিক্ষার্থী, কৃষি অনুষদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ